গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত

এস·এম ফিল্মসের

নবরাগে

পরিচালনা · বিজয় বসু

গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত এস, এম, ফিল্মস্ এর নিবেদন

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত "নতুন তুলির টানে" উপন্যাস অবলম্বনে

নবরাগ

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
বিজয় বসু

সুর সংযোজনা
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রায়ণ : দিলীপ রঞ্জন মুখার্জি ॥ শব্দানুলেখন : নৃপেন পাল, দেবেশ ঘোষ, শুভাশীষ চৌধুরী, রবীন সেনগুপ্ত ॥ সঙ্গীতানুলেখন : সত্যেন চ্যাটার্জি ॥ আবহসঙ্গীত ও শব্দপুনর্লিখন : শ্যাম সুন্দর ঘোষ ॥ সম্পাদনা : রবীন দাস ॥ শিল্প-নির্দেশনা : প্রসাদ মিত্র ॥ নেপথ্য-সংগীত : সন্ধ্যা মুখার্জি, সুমিত্রা সেন ॥ রূপসজ্জা : গোপাল হালদার, জামান হাসান ॥ সাজসজ্জা : দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, কেদার শর্মা ॥ প্রধান কর্মসচিব : ক্ষিতীশ আচার্য্য ॥ পরিচয়লিখন : নিতাই বসু ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ ॥ প্রচার : ফণীন্দ্র পাল ॥ প্রচার-শিল্পী : পুর্নজ্যোতি ॥ পরিচালনায় সহযোগী : প্রণব ঘোষ ॥

সহযোগী-প্রযোজনা : সবিতা মিত্র ও মঞ্জু বসু ॥

সহকারীগণ : পরিচালনায় : শঙ্কর রক্ষিত ॥ সংগীতে : সমরেশ রায় ॥ চিত্রগ্রহণে : গৌর কর্মকার, দেবেন দে, দুর্গা রাহা, নুর আলি ॥ শব্দগ্রহণে : অনিল নন্দন, জুগারাম ॥ শব্দ-পুণর্যোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলানাথ সরকার, গোপাল ঘোষ, কানাই মণ্ডল ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : সুরথ দাস ॥ সম্পাদনায় : সুনীল ব্যানার্জি ॥ পারস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, অজিত ঘোষ, রবীন ব্যানার্জি, ॥ রূপসজ্জায় : শম্ভু দাস, পঙ্কু দাস ॥ পরিচয়লিখনে : সুজিত দত্ত ॥ ব্যবস্থাপনায় : তিলক দাশগুপ্ত, রতি দাস, সুবীর ঘোষ ॥

সর্বাধ্যক্ষ : প্রণব বসু ॥ প্রধান সচিব : সচ্চিদানন্দ সিংহ ॥

আলোকনিয়ন্ত্রণ ও দৃশ্যসজ্জা : সতীশ হালদার, দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, কেষ্ট দাস, অনিল পাল, মঙ্গল সিং, বেণু ধর, জগন ভকৎ ॥ মঞ্চসজ্জায় : পঙ্কু, অক্ষয়, কালাচাঁদ, ননী, মণি, দ্বিজু, কানাই, সন্তোষ, মহম্মদ, সুশীল, জব্বর, হারা, গোপাল ॥

রূপায়ণে : শ্রীমান অমিত রায়, বিকাশ রায়, বিজন ভট্টাচার্য্য, জহর রায়, মন্টু ব্যানার্জি, মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জি, দেবী নিয়োগী, নিমু ভৌমিক, সুব্রত সেন, বাসবী নন্দী, কণিকা মজুমদার, অজান্তা চৌধুরী, বৈশাখী বসু, ঝুমা মুখার্জি, ক্রিষ্টিন ভন আর্কাস, টেসা ম্যাকারডি, ইনগ্রিড লুটজ, গৌর শী, ডাঃ রণজিৎ সান্যাল, ধীরাজ দাস, নির্মল ঘোষ, হরিনারায়ণ মুখার্জি, সুশীল দে, রাধাগোবিন্দ ঘোষ, নিমাই দত্ত, শ্রীমান প্রদীপ ঘোষ এবং

সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার ॥

অতিথি শিল্পী : অম্বর রায়, রাজা মুখার্জি, জলি সরকার, রবীন মুখার্জি, রণজিৎ বসু, প্রশান্ত সরখেল, গোপাল বসু, টি. জে. ব্যানার্জি, কল্যাণ ঘোষ, অম্বর দত্ত, আলোক মজুমদার, দেবু মিত্র, প্রণব ব্যানার্জি, আলোক সরকার, মুকুল দাস, দেব কুমার দত্ত রায়, স্বপন ব্যানার্জি, বি. মিত্র, শঙ্কর নাথ বাগচী, সমীর ভট্টাচার্য্য, তরুণ ঘোষ, সুশান্ত মুখার্জি, সুপ্রভাশ পাল, সুনীল পাল ॥

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন : শ্রীমতী সেন, সত্যনারায়ণ খাঁ, পি. কে. সেন (প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার) পশুপতি নাথ ঘোষ (সলিসিটর), অশোক কৃষ্ণ দত্ত, প্রবোধ কুমার সিংহ, জ্ঞানেশ মুখার্জি, সুনীল রায় চৌধুরী, অনাথ নাথ সাধু, বৈদ্যনাথ শেঠ, বঙ্কিম চন্দ্র আচার্য্য, জে. এল, বিশ্বাস, কমল ঘোষ, রাজা রায় চৌধুরী, ক্যাপিটাল নার্সিং হোম, ডি, রতন, প্রকাশ চন্দ্র সিংহ, বিজয় ভট্টাচার্য্য, রণজিৎ বসু, বিজন দত্ত, গৌতম মিত্র, মুকুল সিংহ, অলক বসু, দুলালী চৌধুরী, ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশান অব বেঙ্গল, ন্যাশনাল ক্রিকেট ক্লাব, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ (ক্রীড়া দপ্তর) কর্ত্তৃপক্ষ আর. বি. জে. পি. হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল (বামন গামা) উল্টোরথ, সিনেমা জগৎ ও প্রসাদ ॥

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গৃহীত ও আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে
ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজে পরিস্ফুটিত ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "তুই ফেলে এসেছিস কারে" ও "আমি জেনে শুনে
বিষ করেছি পান" (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে) ॥

বিশ্বপরিবেশনায় : চণ্ডীমাতা ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ ॥

কাহিনী

পদ্মপারের মেয়েকে শেষ অবধি নিজের দেশ ছেড়ে চলে আসতেই হ'ল। একদা দেশের জন্যে সংগ্রামে নেমেছিলেন নন্দদা। দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর আদর্শবাদী মানুষটি গ্রামের মধ্যেই সকলের নন্দদা হয়ে থেকে গেছেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ছোট্ট তাঁর শিক্ষায়তন। বয়সের সঙ্গে নারায়ণীর সর্ব্বাঙ্গে যে রূপের জোয়ার ছড়িয়ে পড়ছে, সে খেয়াল মেয়েটার মোটেই ছিলনা— সারাদিন হুড়োহুড়ি করে কাটায়। নন্দদার কাছে আদর আবদার আর অনুগত গৃহভৃত্য হাবুর ওপর যথেচ্ছ প্রতাপ দেখিয়ে দিন ভালই চলছিল নারায়ণীর।

কিন্তু হঠাৎ হাওয়া বদলে গেল পূর্ব বাঙলার। সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি ও নারীদখলের দিকে নজর পড়ল সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির নায়কদের। নারায়ণীর অতি বৃদ্ধ দাদু, নন্দদার পরামর্শমত বিশ্বস্ত হাবুর সঙ্গে নারায়ণীকে পাঠিয়ে দিলেন কলকতায়, দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের বাড়ী।

এখানে দাদু নেই, নন্দদা নেই, গাবুকেও এই আশ্রয় ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। পথে পথে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো, পুকুরে সাঁতার-কাটা, গাছে চড়া মেয়েটা কলকাতায় এসে বন্দিনী হয়ে গেছে।

এবাড়ীর মেয়ে শ্যামার এক মামু সমরেন্দ্র গাঙ্গুলী বোনের বাড়ী বেড়াতে এসে অনুভব করলেন এই বত্রিশ বছরে তিনি ক্রিকেটের আকর্ষণে

অকৃতদার থেকে গেছেন কিন্তু ক্রিকেটের চেয়ে সুন্দর মুখের আকর্ষণ অনেক বেশী। ক্রিকেটর মামু মাঠে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ার জন্যে নারায়ণী আর শ্যামাকে নিয়ে একটি ম্যাচের দিন ইডেনে উপস্থিত হলেন। সেইখানে পরিচয় হ'ল তরুণ শিল্পপতি বিপুলানন্দ বাগচীর সঙ্গে নারায়ণীর। বিপুলানন্দ বিরাট ধনী এবং মামুদের ক্লাবের বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক বলে সমরেন্দ্র তাঁকে সমীহ করে। ফ্যাশন দুরস্ত অনেক আধুনিকা সুন্দরী সঙ্গে ইতিপূর্বে মেলামেশা করেছেন বিপুলানন্দ। তবু নারায়ণীর এই সাধারণ বেশ-ভূষার গ্রাম্য-সঙ্কোচ-জড়ানো রূপের আগুনে আত্মহারা হয়ে গেল বিপুলানন্দ। বিত্তবান বিপুলানন্দের সঙ্গে হৃদয়ের খেলায় হেরে গেল সমরেন্দ্র। বিপুলানন্দের ঘরণী হয়ে আর এক খাঁচায় বন্দিনী হল' নারায়ণী—এবারের খাঁচাটি সোনার।

বিপুলানন্দের বিপুল-বৈভবে প্রথমে হতচকিত হয়ে গেল নারায়ণী। ঐশ্বর্যে এত সমারোহ জীবনে কখন সে দেখেনি। কিন্তু দিনের পর দিন নারায়ণীর গভীর অন্তরে কী যেন সে চেয়েছিল কী যেন সে পায়নি এমনি একটি ধূসর নীরব বেদনা-বোধ মরে উঠতে থাকে। বিপুলানন্দের সম্ভোগের নেশা ক্রমশঃই ফিকে হয়ে আসতে লাগল দেখা গেল নারায়ণীর অসামান্য রূপে সে আকৃষ্ট হয়েছে কিন্তু তার রূপের আগুনে ঙ্গর মত একেবারে দগ্ধ হয়নি। তবু তার ব্যবহারে কোথাও অনাদর বা অবহেলার লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

এ বাড়ীর হাঁটা চলা কথা বলা মাপা। প্রতিটি কাজ এখানে রুটিন মাফিক মনুষ্যসমাজের যে স্তরে বিপুলানন্দের মত বিরাট শিল্পপতি বাস করে, যে সভ্যতা ও আদব-কায়দায় এরা অভ্যস্ত নারায়ণীকে সেই খোলসের মধ্যে প্রবিষ্ট করাবার চলতে লাগল। ইংরাজী শেখাবার মাষ্টার, বিলিতী নাচ শেখাবার মেমসাহেব, আদবকায়দা শেখাবার গভর্ণেস প্রভৃতির কৃপায় নারায়ণী অচিরেই রিণা বাগ চীতে পরি'ল।

নারায়ণীর কোন অনুরোধ উপেক্ষা করেনা বিপুলানন্দ। এমনকি পছন্দ না হ'লেও গাবু এবাড়ীতে চাকরের কাজে নিযুক্ত হয়েছে নারায়ণীর অনুরোধে। কিন্তু বিপুলানন্দের ইঙ্গিতে নারায়ণীর ইচ্ছা অনিচ্ছা ও অধিকারবোধের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়ে যায়। এমনকি এবাড়ীতে নন্দদা দেখা করতে এলে সহজ হয়ে উঠতে পারেনা নারায়ণী।

ব্যবসায়ী বিপুলানন্দ যেন একটি যন্ত্র মানুষ। স্বর্ণ-বিবরের অন্ধ গুহায় আলোহীন প্রাণহীন একটি জীবনের নেশায় হারিয়ে যাওয়াই বোধ করি তার অভিশপ্ত পরিণতি। নারায়ণী গভীর শঙ্কায় লক্ষ্য করেছে তাদের একমাত্র পুত্র রাজা বুর্জোয়া বাপের নীল রক্তের বিষে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে ক্রমশঃই। মাকে সে আমল দেয়না, গাবুর পিঠে চাবুক মেরে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়, বিপুলানন্দের ফ্যাক্টরীর ছাঁটাই শ্রমিকদের ওপর তার এয়ার-গানের গুলী নিক্ষিপ্ত হয়। এ বিষয়ে বাপের কাছ থেকে প্রশ্রয় পায় সে এখন থেকেই।

অকস্মাৎ একদিন হারিয়ে গেল রাজা। গাবুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল আট বছরের ছেলেটা। ছেলের শোকে কাতর হয়ে পড়ল নারায়ণী কিন্তু যন্ত্রমানুষ বিপুলানন্দ যেন পাগল হয়ে গেল। ব্যবসায় রইল পড়ে, উন্মাদের মত ছেলের অনুসন্ধান করতে লাগল বিপুলানন্দ নিজে। ছাঁটাই শ্রমিকদের বস্তির মধ্যে রাজার সন্ধানে গিয়ে দেখল তাদের দুর্দ্দশা। স্বর্ণবিবর থেকে বেরিয়ে এসে এক যন্ত্র মানুষের যেন মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটল।

কিন্তু কোথায় রাজা……?

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন, মন রে আমার।
তাই জনম গেল, শান্তি পেলি না রে, মন,
মন রে আমার॥
যে পথ দিয়ে চলে এলি সে পথ এখন ভুলে গেলি—
কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে মন,
মন রে আমার॥
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে রে প্রাণ পাতার মর্মরেতে।
মনে হয় যে পাব খুঁজি ফুলের ভাষা যদি বুঝি
যে পথ গেছে সন্ধ্যাতারার পারে মন,
মন রে আমার॥

আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান।
প্রাণের আশা ছেড়ে সঁপেছি প্রাণ।
যতই দেখি তারে ততই দহি,
আপন মনজ্বালা নীরবে সহি,
তবু পারি নে দূরে যেতে মরিতে আসি—
লই গো বুকে পেতে অনল বান।
যতই হাসি দিয়ে দহন করে
ততই বাড়ে তৃষা প্রেমের তরে,
প্রেম-অমৃতধারা ততই যাচি
যতই করে প্রাণে আশনি দান

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত।

চণ্ডীমাতা
ফিল্মসের
পরিবেশনায়
আসছে

ঊষা পিকচার্সের
অন্ধ অতীত
রূপায়ণে · উত্তম · সুপ্রিয়া
স্বরূপ · কালী বন্দ্যো ও বুলন হাজরা
পরিচালনা · হীরেন নাগ
সঙ্গীত · শ্যামল মিত্র

সুচিত্রা সেন অভিনীত
পর্ণ পিকচার্সের
ফরিয়াদ
পরিচালনা · বিজয় বসু
কাহিনী: তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গীত: নচিকেতা ঘোষ

শ্রীপ্রডাকসন্সের
ধন্যি মেয়ে
রূপায়ণে: সাবিত্রী · পার্থ · রবি · জহর
তপেন · হরিধন · নৃপতি · সুখেন
নবাগতা জয়া ভাদুড়ী ও
উত্তমকুমার
পরিচালনা অরবিন্দ মুখার্জী
সঙ্গীত: নচিকেতা ঘোষ

জাহ্নবী চিত্রমের
শঙ্কু মহারাজ রচিত
বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা
রূপায়ণে · শুভেন্দু · নবাগতা মধুছন্দা
পরিচালনা · হীরেন নাগ
সঙ্গীত · পঙ্কজ মল্লিক